মিখাইল ফেরেশতা

প্রচলিত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মানুষ প্রচলিত বিশ্বাসীদের সমালোচনা করে, নাকি মূল গ্রন্থের সমালোচনা করে সেটা অনেক সময় ঝাপসা-ই থেকে যায়! আর এ জন্যই সামান্য দু'লাইন লেখার অবতারণা! প্রচলিত একটি বিশ্বাস অনুযায়ী, মিখাইল ফেরেশতাকে মেঘ-ঝড়-বৃষ্টির পরিচালক হিসেবে আকাশের মধ্যে *লুকিয়ে* রাখা হয়েছে! কিন্তু এই বিশ্বাস কতদূর সত্য? কোরান কী বলে এ বিষয়ে? আমার জানা মতে কোরানে মিখাইল ফেরেশতার উপরে একটি-মাত্র আয়াত আছে (Q.2:98)। পাঠক, দেখুন তো, এই আয়াতে মেঘ-বৃষ্টি-বাদলের পরিচালক হিসেবে সামান্য কোন ইঙ্গিত-ও আছে কি না! অন্য কোন আয়াত থাকলে জানিয়ে দিতে ভুলবেন না কিন্তু।

2.98: Whoever is an enemy to Allah and His angels and messengers, to Gabriel and Michael,- Lo! Allah is an enemy to those who reject Faith.

আর কিছু বলার দরকার আছে কি? মানুষ ইট্টু-আধটু চেক করেও দ্যাখে না!

হাদিসে কী লিখা আছে আমার জানা নেই। তবে হাদিসে যা-ই লিখা থাকুক না কেন সেটা কিন্তু একদম-ই ধোপে টিকবে না! **তার কারণ হচ্ছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে, মুহাম্মদের যদি মেঘ-বৃষ্টি (ওয়াটার সাইকেল) সম্বন্ধে কোনই ধারণা না থাকতো এবং বৃষ্টি-বাদলের দায়িত্ব মিখাইল ফেরেশতার উপর চাপিয়ে দিয়ে যদি নিশ্চিন্তে ঘুমোতেন, তাহলে কোরানে মেঘ-বৃষ্টির উপর বর্ণনা আসলো কোথা থেকে???** সেই বাইবেল থেকে কোরান কপি করার মতো গপ্প হয়ে যাচ্ছে না? কোরানে কিন্তু মেঘ-বৃষ্টির উপর অনেক আয়াত আছে। তবে পাঠকদের সুবিধার জন্য এখানে সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করছি :

39.21: Seest thou not that Allah sends down rain from the sky, and leads it through springs in the earth?

30.24: And among His Signs, He shows you the lightning, by way both of fear and of hope, and He sends down rain from the sky and with it gives life to the earth after it is dead: verily in that are Signs for those who are wise.

23.18: And We send down water from the sky according to (due) measure, and We cause it to soak in the soil; and We certainly are able to drain it off (with ease).

86.11: By the heaven which giveth the returning rain.

15.22: And We send the fecundating winds, then cause the rain to descend from the sky, therewith providing you with water (in abundance), though ye are not the guardians of its stores.

24.43: Seest thou not that Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a heap? - then wilt thou see rain issue forth from their midst. And He sends down from the sky mountain masses (of clouds) wherein is hail: He strikes therewith whom He pleases and He turns it away from whom He pleases, the vivid flash of His lightning well-nigh blinds the sight.

30.48: It is Allah Who sends the Winds, and they raise the Clouds: then does He spread them in the sky as He wills, and break them into fragments, until thou seest rain-drops issue from the midst thereof: then when He has made them reach such of his servants as He wills behold, they do rejoice!

মোটামুটি একটা বর্ণনা দেওয়া আছে না? আরো অনেক আয়াত আছে।

যাহোক, আমার মূল পয়েন্ট ছিলো : 'মিখাইল ফেরেশতাকে মেঘ-বৃষ্টির পরিচালক হিসেবে কোরান কী বলে?' আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে, এ ব্যাপারে সামান্যতম কোন হিন্টস্-ও কোরানে দেওয়া নেই! এখন মেঘ-বৃষ্টির (ওয়াটার সাইকেল) বর্ণনা কতটুকু সায়েন্টিফিক বা আন-সায়েন্টিফিক সেই বিতর্কে আমি যাবো না। যাদের চোখ-কান খোলা আছে তারা বুঝে নিতে পারেন!

এভাবে মোল্লারা নিজেদের ইচ্ছে মতো আজগুবি সব কেচ্ছা-কাহিনী বানাবে, আর সেগুলো নিয়েই উচ্চ শিক্ষিত লোকজন যদি সারাজীবন ধরে নাচানাচি করতে থাকে তাহলে কিভাবে হবে!

এবার দুটি আয়াত লক্ষ্য করুন :

45.13: And **He has made subservient to you, from Himself, all that is in the heavens and all that is in the earth.** Therein, behold, are Signs for people and nations who reflect.

31.20: See you not that **Allah has made subservient to you whatever is in the heavens and whatever is in the earth**, and granted to you His favours complete outwardly and inwardly? And among men is he who disputes concerning Allah without knowledge or guidance or a Book giving light.

বলা হচ্ছে যে, পৃথিবী ও পৃথিবীর বাহিরের সবকিছুকে মানুষের অধীনস্ত/করায়ত্ব বা ক্রীতদাসতুল্য/গোলামসুলভ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই *প্রফেসি* অনুযায়ী মানুষ হয়তো একদিন পুরো মহাবিশ্ব জয় করতেও সক্ষম হবেন!

রায়হান

17-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com